কালের কণ্ঠ

তারিখ · 15 · MAY · 2014
পৃষ্ঠা ... ২

আবার সেই ছাত্রলীগ

পরীক্ষাও কি তাদের ইচ্ছায় হবে?

আবার সংবাদ হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অছাত্রসুলভ কার্যকলাপ। নেতা পরীক্ষা দিতে পারছেন না, তাই পরীক্ষার হলে হামলা চালিয়ে পরীক্ষা ভণ্ডুল করা হয়েছে। এর আগে শিক্ষকদের পরীক্ষা স্থগিত করার জন্য বলা হয়। আনুষ্ঠানিক আবেদন না করে শুধু ছাত্রলীগের নেতাদের মুখের কথায় পরীক্ষা স্থগিত না করায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করা হয়। এর পরও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে উপস্থিত হলে তিন নেতার নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে হামলা চালিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেকে হয়তো তাঁদের দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে এমন ঘটনার মুখোমুখি হননি। অনেকের জন্য এটা হয়তো ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু যেখানে ছাত্রলীগ আছে, সেখানে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে—এটা নতুন কিছু নয়।

দেশের ছাত্ররাজনীতিতে পচন ধরেছে অনেক আগেই। মহাজোট সরকারের শুরু থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ ছাত্ররাজনীতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে শুরু করেছে। চাঁদাবাজি, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি—সব কিছুর সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পৃক্তি। সব কিছু নিজেদের দখলে নিতে চেয়েছে ছাত্রলীগ। গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। এর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের অভিভাবকত্ব ছেড়েছেন। তবু উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়তে পারেনি ছাত্রলীগ। টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজির বৃত্ত থেকে নিজেদের বের করে আনতে পারেনি। ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার চেয়ে আরো বেশি কলুষিত করেছে ছাত্রলীগের কার্যকলাপ। প্রতিকারহীনভাবেই ছাত্রলীগ দূষিত করে চলেছে ছাত্ররাজনীতির ধারাকে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনার জন্ম দিয়েছে ছাত্রলীগ, তার শাস্তি কেবল দল থেকে বহিষ্কার নয়; ছাত্রলীগের নামে এই গুণ্ডামির পর অভিযুক্তদের ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষা ছাত্রলীগের নেতাদের ইচ্ছায় যে হবে না, সেটা নিশ্চয়ই তাদের জানা আছে। আমরা আশা করব, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।